নীতিকণা

শ্রীনারায়ণচন্দ্র বিদ্যারত্নপ্রণীত।

কলিকাতা

২৫ নং সুকিয়াস্ ষ্ট্রীট্,

কলিকাতা লাইব্রেরি হইতে প্রকাশিত।

১লা জানুয়ারী ১৮৯৬।

মূল্য দুই আনা।

বিজ্ঞাপন।

ইংরেজী পদ্যগ্রন্থ অবলম্বনে নীতিকণা লিখিত হইয়াছে। এ বিষয়ে এই আমার প্রথম উদ্যম। কবিতাগুলি সরল ও সহজবোধ্য করিবার জন্য বিশিষ্টরূপ চেষ্টা করিয়াছি; কত দূর কৃতকার্য্য হইয়াছি বলিতে পারি না ইতি।

কলিকাতা
বিদ্যাসাগর বাটী
৮ই পৌষ, ১৩০২।

শ্রীনারায়ণচন্দ্র শর্ম্মা

নীতিকণা।

সময়

সময়ের যেই কাজ উচিত যখন,
বিলম্ব না করি, তাহা করিবে তখন।
আজি করিব না বলে' রাখিয়া না দিবে,
তাহ'লে সম্পন্ন করা কঠিন হইবে।
এক দিকে দ্রুতগতি কাল চলে যায়,
কাহার ক্ষমতা আছে ফিরাইতে তায়।
ভবিষ্যে নির্ভর বল কেন বা করিবে,
কেবা জানে সে সময়ে কি ফল ফলিবে।
বর্ত্তমান কাল হয় তব হস্তগত,
অতএব সময়েতে কার্য্যে হও রত।

মিত্রতা

চরিত্র না বুঝে যদি মিত্রতা করিবে,
বিষময় ফল তায় সর্ব্বথা ফলিবে।
মিত্রতা করহ যদি সুজনের সনে,
তোমারে সুজন তবে ক'বে সর্ব্বজনে।
যদ্যপি মিত্রতা কর প্রতারক সনে,
তোমাকেও প্রবঞ্চক ক'বে নরগণে।
যদিও কুজন সনে মিত্রতা না কর,
কিন্তু তার সহবাসে সদা কাল হর,
তোমারে কুজন তবু বলিবে সকলে,
অসতের সঙ্গে নানা মন্দ ফল ফলে।
অতএব লোক বুঝে মিত্রতা করিবে,
নতুবা নিন্দার ভার বহিতে হইবে।

কর্ত্তব্য

পিতা মাতা যা বলেন করিবে শ্রবণ,
শিক্ষকের আজ্ঞা নাহি করিবে হেলন।
করেন তোমায় তাঁরা যে আজ্ঞা যখন,
আনন্দিত মনে তাহা পালিবে তখন।

যে কার্য্য করিতে তাঁরা করেন বারণ,
সে কার্য্যে কখনো যেন নাহি দিও মন।
অবহেলা কর যদি তাঁদের বচনে,
বহুবিধ দুঃখ পাবে, স্থির জেনো মনে।
যাদের পিতার প্রতি দৃঢ় ভক্তি থাকে,
যাহারা দেবতা জ্ঞান করয়ে মাতাকে,
ভক্তি সহ শুনে যারা তাঁদের বচন,
পরম আনন্দে তারা কাটায় জীবন।
যাহারা বিমুখ পিতৃ-আদেশ পালনে,
উপহাস করে যারা মাতার বচনে,
জননী জনকে যারা করে তুচ্ছজ্ঞান,
শিক্ষকের প্রতি যারা না করে সম্মান,
তাহারা মানুষ বটে যদিও আকারে,
নিশ্চিত অধম পশু, কিন্তু ব্যবহারে।

বেশ-গৌরব

কেন মোরা ফেটে মরি বেশের গৌরবে,
কেন ভাল বাসি তাহা দেখাইতে সবে।
নূতন রেশমি বস্ত্র বলিতেছি যায়,
গুটিপোকা বহু পূর্ব্বে পরিয়াছে তায়।
উত্তম কাশ্মীরি শাল বলিতেছি যারে,
চিরদিন ছাগলে ত পরে' থাকে তারে।
যতই সুন্দর বেশ করি না ধারণ,
প্রকৃতি-সৌন্দর্য্য সহ না হয় তুলন।
তরুলতা, নানা ফুলে, হ'য়ে সুশোভিত,
প্রজাপতি, নানাবর্ণে, হইয়া চিত্রিত,
আমার কৃত্রিম বেশে, করে পরাভব।
বৃথা কেন করি তবে বেশের গৌরব?
অতএব, এই বেশ করিয়া বর্জ্জন,
অন্তরের বেশ তরে করিব যতন।
সত্য, ধর্ম্ম, দয়া আর জ্ঞান-উপদেশ,
এ সকল অন্তরের মহামূল্য বেশ।
সে বেশ কখন নাহি হয় পুরাতন,
বৃষ্টিজলে নষ্ট নাহি হয় কদাচন।

কখন কাটিতে তা'রে না পারে পোকায়,
কোন রূপ দাগ কভু নাহি ধরে তা'য়।
বরঞ্চ যতই হ'বে নিত্য ব্যবহার,
ক্রমশঃ বাড়িবে তত উজ্জ্বলতা তা'র।

প্রভাত

আর শু'য়ে থাকিব না, রাতি শেষ হ'য়েছে,
প্রভাত-সূচক রবে পাখী গীত ধ'রেছে।
বিবিধ কুসুম চয় চারিদিকে ফুটেছে,
মধুপান অভিলাষে অলিকুল ছুটেছে।
সগৌরবে ছড়াইয়া সমুজ্জ্বল কিরণে,
লাল ছবি ল'য়ে রবি উঠিয়াছে গগনে।
এমন সময় নিদ্রা আর নাহি যাইব,
শয্যা ছাড়ি, প্রকৃতির কত শোভা হেরিব।
রবির কিরণে বিশ্ব আলোকিত হ'য়েছে,
আমরি, মোহনরূপে, প্রকৃতি কি সেজেছে!
নিশির শিশির বিন্দু তৃণোপরি প'ড়েছে,
কে যেন মুকুতারাশি ছড়াইয়ে রেখেছে।

পুলকে চাতকগণ শূন্যপথে ধাইছে,
আহা, কি মধুর স্বরে কত গান গাইছে !
বহিছে পবন নানা পুষ্পবাস লইয়া,
সেবন করিব তাহা, এইক্ষণে উঠিয়া।
শয্যা ত্যজি, মুখ ধু'য়ে, বেড়াইতে যাইব,
পাখীর মধুর গান শুনিবারে পাইব।
প্রকৃতির মনোলোভা কত শোভা হেরিব,
ঘরে ফিরে নিজ নিজ পাঠাভ্যাস করিব।

ভাই ও ভগিনী

ভাই বোনে পরস্পর, এক স্থানে নিরন্তর,
থেকে যেন না কর কলহ।
সতত সদ্ভাবে র'বে, তা'তে অতি সুখী হ'বে,
নৈলে দুঃখ পা'বে অহরহ।

কেহ মন্দ যদি করে, পরস্পর পরস্পরে,
বুঝাইয়া দিবে সযতনে।
যদি না বুঝা'তে চাও, রুষ্ট হ'য়ে গালি দাও,
তবে হ'বে সুফল কেমনে ?

অবশ্য বুঝায়ে দিবে, আর সে তা না করিবে,
শান্তি হবে মনোবেদনার।
পিতা মাতা গুরুজন, হইবেন হৃষ্ট মন,
আনন্দ বাড়িবে সবাকার।

নিত্য নিত্য দেখিছ ত, বিহঙ্গম শত শত,
এক বৃক্ষে সদা বাস করে।
অবিরোধ পরস্পর, গান করে কি সুন্দর,
পরম আনন্দে কাল হরে।

তোমরাও সে প্রকারে, মিষ্টালাপে শিষ্টাচারে,
নিরন্তর নির্ব্বিবাদে রবে।
তাহলে তাদের মত, আনন্দ লভিবে কত,
ভাই ভগ্নী চিরসুখী হবে।

মা

কে আমায় করে'ছিল গর্ভে স্থান দান,
কে আমায় করাইত স্তন-দুগ্ধ পান।
কে আমায় কোলে করি' চুপ করাইত,
কে আমায় স্নেহভরে চুম্বন করিত।

আমার নয়ন হ'তে নিদ্রা গেলে চলে,
কে ঘুম পাড়া'ত যত্নে, আয় আয় বোলে।
পাছে আমি কাঁদি বলে, দোলাটি ধরিয়া,
কে আমায় ঘন, ঘন, দিত দোলাইয়া।
যখন পীড়ার কষ্টে, অস্থির হইয়া,
কেঁদে কেঁদে উঠিতাম, থাকিয়া থাকিয়া।
একদৃষ্টে আমাপানে চাহিয়া, তখন,
অমঙ্গল ভয়ে, কেবা করিত রোদন।
কে এসে আমার কাছে বসিত যখন,
কতই আরাম আমি পেতাম তখন।
চরণ অশক্ত ছিল শৈশবে যখন,
যেতে যেতে, যদি পড়ে' যেতাম তখন,
ছুটোছুটি কে আসিয়া আমারে ধরিত,
আহা রে, আমার বাছা, বলিয়া তুলিত।
কে করিত এ সকল তুমি কি জাননি ?
আমার জননী তিনি, মা আমার তিনি।
বার্দ্ধক্যে যখন তাঁর কেশ শুভ্র হবে,
শরীরের, মানসের শক্তি নাহি রবে,
হায় ! কি তখন আমি এমনি হইব,
এত দয়া এত স্নেহ সকলি ভুলিব ?

এ চিন্তারে মনে কি মা, স্থান দিতে পারি,
এক মনে সেবিব মা চরণ তোমারি।
ঈশ্বর যদ্যপি মাতঃ, করেন কল্যাণ,
অকালে আমার যদি নাহি যায় প্রাণ ;
তাহ'লে বার্দ্ধক্যে তব বসি শয্যা-পাশে,
যতন করিব তব আরামের আশে।
উঠিয়া যাইতে ইচ্ছা যখন করিবে,
আমার বাহুই তব আশ্রয় হইবে।
যখন যে কাজ মাতঃ, বলিবে করিতে,
সেই ক্ষণে, তাহা আমি করিব ত্বরিতে।
আমারে ছাড়িয়া তুমি যা'বে মা যখন,
আমারো শোকের অশ্রু পড়িবে তখন।

সৎপ্রতিজ্ঞা

যদিও বালক আমি জানিনা এখন,
আমার অদৃষ্টে, কবে হবে কি ঘটন।
তথাপি, প্রতিজ্ঞা এই করিতেছি মনে,
যদি আমি বড় হই, মানে আর ধনে।

দুঃখিগণে পেটভরে অন্ন খেতে দিব,
কদাপি তাদের প্রতি ঘৃণা না করিব।
কাণা, খোঁড়া, বোবা আদি যখন দেখিব,
তাহাদের প্রতি আমি দয়া প্রকাশিব।
দয়া না করিয়া যদি উপহাস করি,
প্রতারণা করি কিম্বা মারি আর ধরি ;
তাহ'লে তাদের মনে হবে বড় দুখ,
তাহাতে আমার মনে হবেনা ত সুখ।
বরঞ্চ, তাদের দুঃখ করিলে অন্তর,
অতি আনন্দিত হবে আমার অন্তর।
যদি কেহ গালি দেয় কখন আমায়,
আমি ত দিবনা গালি সেরূপ তাহায়।
যত গালি দিবে আমি সকলি সহিব,
মিষ্ট কথা বলে' তারে হিত শিখাইব।
যদ্যপি আমার কাছে কেহ মিথ্যা বলে,
গালাগালি করে কিম্বা যদ্যপি সকলে।
পাগলের মত যদি কেহ কথা কয়,
অথবা যদ্যপি কেহ শপথ করয়,
জ্ঞান উপদেশ দিয়া কুপথ হইতে,
প্রথমে করিব চেষ্টা তাহারে লইতে।

যদ্যপি বিফল দেখি আমার যতন,
তাহলে সে স্থান হ'তে করিব গমন।
ইচ্ছা করে' কারো মনে দুঃখ নাহি দিব,
সহজে কাহারো বাক্যে দুঃখ না করিব।
ভ্রমে কারো মনে দুঃখ দিলে কদাচন,
সাবধান রব আর না হবে তেমন।

সন্তুষ্ট অন্ধ বালক

আলোক কেমন বস্তু বলনা আমায়,
কখন করিতে ভোগ হইল না তায়।
দর্শন কেমন তাহা নাহি বুঝিলাম,
কি সুখ তাহাতে হয় নাহি জানিলাম।
তোমরাই কত বার বলেছ আমারে,
অনেক অদ্ভুত বস্তু দেখিছ সংসারে।
তোমাদেরি মুখে আমি করে'ছি শ্রবণ,
সংসারে ছড়ায় রবি উজ্জ্বল কিরণ।
কিন্তু আমি কভু নাহি নিরখি সে সব,
কেবল রবির তাপ করি অনুভব।

দিবা হয়, রাতি হয়, শুনিতেই পাই,
কিন্তু দিবা-রজনীর ভেদ বুঝি নাই।
আমার দুঃখের কভু অবসান নাই,
সেই হেতু দুঃখ কর তোমরা সবাই।
কিন্তু কি যে ক্ষতি তায় জানিতে না পারি,
সে কারণ ক্ষণকাল দুঃখও না করি।
যাহা আমি এ জীবনে কখন পাবনা,
তার তরে কেন আশা করিব বলনা ?
যে আশা নাশিবে মম মানসের সুখ,
তারে স্থান দিতে সদা হইব বিমুখ।
যে সুখে রয়েছি আমি এই অবস্থায়,
নৃপতি সদৃশ সুখী ভাবিব আমায়।
সন্তুষ্ট থাকিলে হ'ব সুখী নিরন্তর,
সন্তুষ্টের সদা সুখ সংসার ভিতর।

আত্মপরীক্ষা

মুদিত কোরো না নিদ্রে, নয়ন আমার,
দিনমানে কি হইল, দেখি একবার।
সারাদিন কি করিনু, কোথায় গেলাম,
দেখিয়া শুনিয়া, আজ কিবা শিখিলাম।
জ্ঞাতব্য বিষয় আজ কিবা জানিলাম,
কর্ত্তব্য বিষয় আজ কিবা করিলাম।
সাধুজনে সযতনে ত্যাগ করে যাহা,
আজ আমি বাসনা কি করিয়াছি তাহা?
আজ কি কর্ত্তব্য কর্ম্মে বিমুখ হ'য়েছি,
নির্ব্বোধের মত কিছু কাজ কি ক'রেছি?
করিয়াছি কি না আজ কারো উপকার,
কেবা আজি উপকার ক'রেছে আমার—
এ সকল চিন্তা করা হইবে যখন,
ধীরে ধীরে মোর নেত্রে আসিও তখন।

সরলতা

যাহার হৃদয়ে নাই মলার সঞ্চার,
সরলতা যার চিত্ত করে অধিকার ;
আপন মনের ভাব রাখি লুকাইয়া,
অসত্য বচন বলি, লোকে ঠকাইয়া,
সাধিবারে নিজকার্য্য, মানস তাহার,
এ জীবনে, কভু নাহি হয় আগুসার ;
কপট কহিতে তার লজ্জা বোধ হয়,
এই হেতু, সবে তারে করয়ে প্রত্যয়।
কিন্তু, যে, অসত্য বলি, লোকে ঠকাইবে,
তাহার বচনে কা'র বিশ্বাস হইবে ?
মনে কর, একবার ঠকাইবে যায়,
বিশ্বাস কখন সে কি করিবে তোমায় ?
সত্য কথা বলিলেও প্রত্যয় না হবে,
চিরকাল তোমা প্রতি অবিশ্বাস রবে।

ইচ্ছা

পুষিব না বলবতী অর্থ লালসায়,
আমার হৃদয় হবে সন্তাপিত, তায়।
সৌন্দর্য্যের তরে কভু না করিব আশা,
হৃদয়ে পাবে না স্থান যশের পিপাসা।
প্রবল ধনের আশা মনে না আনিব,
নৃপতির চেয়ে ধনী আমায় ভাবিব।
সংসারের জাল হ'তে অন্তরে রহিব,
অনায়াসে মহাসুখে কাল কাটাইব।
ধর্ম্মপথে নিরন্তর সমর্পিব মন,
স্বাস্থ্যহেতু শরীরের করিব যতন।
শরীর নীরোগ হবে শুদ্ধ হবে মন,
করিব সতত তাহে ধর্ম্ম উপার্জ্জন।

গোলাপ

প্রফুল্ল গোলাপ পুষ্প করি দরশন,
কত আনন্দিত হয় মানবের মন।
কিন্তু তার সুকোমল পত্র সমুদয়,
মুহূর্ত্ত সুন্দর থাকি ক্রমে ম্লান হয়।

শুকাইয়া যায়, হায় ! দিনেক ভিতর,
ক্রমে ক্রমে, খ'সে পড়ে ধরার উপর।
সুন্দর বরণ আর নাহি থাকে তার,
কিন্তু তবু করে সদা সুগন্ধ বিস্তার।
ভেবে দেখ মানবের রূপ বা যৌবন,
কিছু দিন তরে করে সৌন্দর্য্য-সাধন,
কিন্তু তাহা, কাল-বশে, যবে চ'লে যায়,
কাহার ক্ষমতা আছে ফিরাইতে তায় ;
তবে তার গর্ব্ব কেন করি অকারণ,
সাধিতে কর্ত্তব্য সদা করিব যতন।
মনের সহিতে সদা সুকাজ করিব,
গুণে বিভূষিত হ'তে সচেষ্ট হইব।
দেহ লয় পাবে গুণ চিরকাল রবে,
শুষ্ক গোলাপের মত সুগন্ধ ছড়া'বে।

সুবাসনা

আমার নয়ন যেন নিমীলিত রয়,
হেরিতে সে বস্তু, যাহা দর্শনীয় নয়।
অশ্রাব্যে শুনিতে যেন আমার শ্রবণ,
সতত বধির-ভাব করয়ে ধারণ।
উপহাস ছলে যেন আমার রসনা,
কহিতে অলীক কথা না করে বাসনা।
সত্যের শিকলে যেন সদা বদ্ধ রয়,
পাগলের মত যেন কথা নাহি কয়।
অহঙ্কার মনে যেন স্থান নাহি পায়,
কু চিন্তা হৃদয় হ'তে যেন দূরে যায়।
সু পথে থাকিয়া সদা সু কাজ করিব,
তাহ'লে সংসারে সুখী অবশ্য হইব।

সুখী

নিয়ত ঈশ্বর-চিন্তা করে যার মন,
ধর্ম্মের নিয়মে কাজ করে অনুক্ষণ;
যে বচন ভাল বলি মনে নাহি লয়,
সে কথা কহিতে সদা বিমুখ যে হয়;

নাশিতে অন্যের যশ যাহার রসনা,
মিথ্যা অপবাদ কভু করে না ঘোষণা ;
কুৎসা বাক্যে অবিশ্বাস যাহার অন্তরে,
সেই জন সুখী হয় এই চরাচরে।

যদিও পাপিষ্ঠ লোক মহাধনী হয়,
যদি তার ক্ষমতার সীমা নাহি রয়,
মহা আড়ম্বরে যদি থাকে সেই জন,
তবু তারে সদা ঘৃণা করে যার মন ;
যদিও ধার্ম্মিক লোক ছিন্ন বস্ত্র পরে,
দীন-ভাবে হীন বেশে নিত্য কাল হরে,
তবু সদা যে তাহার বহুমান করে ;
সেই জন সুখী হয় এই চরাচরে।

প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা করিতে পালন,
কখন বিমুখ নাহি হয় যেই জন ;
বিশ্বাস করিয়া কেহ বলিলে বচন,
প্রকাশিতে তাহে যার নাহি হয় মন,
নিজ ক্ষতি স'য়ে, অঙ্গীকার রক্ষা করে ;
সেই জন সদা সুখী এই চরাচরে।

সরল নির্দ্দোষ জনে ঠেকাইতে দায়,
যদি কেহ রাশি রাশি ধন দিতে চায়,

সে ধনের লোভে কভু যাহার হৃদয়,
দোষ-হীনে দুঃখ দিতে, সম্মত না হয়,
বিপদে পড়িলে লোকে করিতে উদ্ধার,
যাহার মানস সদা হয় আগুসার,
অসময়ে সকলের উপকার করে,
সেই জন সদা সুখী এই চরাচরে।

শুষ্ক তরু ও লতা

সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তন্তুজাল বিস্তার করিয়া,
আশে পাশে শুষ্ক বৃক্ষে জড়া'য়ে ধরিয়া,
নাচাইয়া, ধীরে ধীরে, রক্তিম পাতায়,
দেখ, দেখ, লতা ঐ কত শোভা পায়।
পূর্ব্বে যবে, এই লতা হয়ে অঙ্কুরিত,
দিন দিন, বিটপীর আশ্রয়ে বাড়িত,
প্রখর রবির কর হ'তে, সে সময়ে,
রক্ষিত হইত সেই বৃক্ষের আশ্রয়ে।
সেই উপকার যেন করিয়া স্মরণ,
ঝড় বৃষ্টি হ'তে বৃক্ষে করিছে রক্ষণ।

এইরূপে তব কেহ করে উপকার,
তাহা যেন থাকে মনে সতত তোমার।
অসময়ে তারো তুমি কোরো উপকার,
তা হ'লে, তোমার হ'বে আনন্দ অপার।
সকলে তোমায় মিলে প্রশংসা করিবে,
ঈশ্বর তোমার প্রতি সদয় হইবে।

আকাঙ্ক্ষা

জ্ঞানের অমূল্য খনি করিতে খনন,
পরিশ্রমে কাতর না হব কদাচন।
বিদ্যার আলোকে তায় প্রবেশ করিব,
অবিলম্বে মহামূল্য রতন পাইব।
নৃপতি মুকুটস্থিত উজ্জ্বল রতন,
জ্ঞান-রতনের সম নহে কদাচন।
কর্ত্তব্য সাধিতে সদা হ'ব অগ্রসর,
ধর্ম্মের সরল পথে র'ব নিরন্তর।
সুকাজ করিব সদা হ'য়ে যত্নবান্,
তা হ'লে এ ধরা হ'বে স্বর্গের সমান।
আত্মীয় স্বজনগণে কভু না ছাড়িব।
কদাপি জনম-স্থান ত্যাগ না করিব,

জনম-ভূমির তরে করিয়া সমর,
বিসর্জ্জিতে ধন-প্রাণ হ'ব না কাতর।
তাহার উন্নতি তরে যতন করিব,
তাহ'লে কীর্ত্তির উচ্চ শৈলে আরোহিব।
স্বদেশের ইতিহাসে র'বে মোর নাম,
তাহ'লে হইবে মোর পূর্ণ মনস্কাম।

দয়া

এই যে দরিদ্রগণ অক্ষম গমনে,
কত দুঃখ-ভোগ করে নিষ্প্রভ নয়নে।
ঘরে ঘরে ভিক্ষা করে পেটের লাগিয়া,
হর তাহাদের দুঃখ, শীঘ্র করি গিয়া।
শ্রমেতে অক্ষম বৃদ্ধ দেখ চ'লে যায়,
ঐ যে মনুষ্য, যার আয়ুঃশেষ প্রায়,
জর জর হইয়াছে চিন্তায়, পীড়ায়,
আরাম প্রদান কর, ত্বরা করি তায়।
যার বক্ষ হ'তে হায়! দুরন্ত শমন,
জীবন-সম্বল তার ক'রেছে হরণ;
যে রমণী নিরাশ্রয় পতির মরণে;
যে বালক চিরদুঃখী জনক বিহনে;

এইরূপ যত কেহ আছে নিরাশ্রয় ;
তাহাদের প্রতি দয়া উপযুক্ত হয়।
দেখ দেখি ক্রীতদাস শ্রম করে কত,
তবে কেন তারে কষ্ট দাও অবিরত,
শৃঙ্খল র'য়েছে, হায় ! উহার শরীরে,
চিন্তাও স্বাধীন নহে মানস মন্দিরে,
জীবনের সুখ আশা সকলি ত্যজেছে,
মৃত্যু বিনা গতি নাই নিশ্চয় জেনেছে ;
এ সব দেখিয়া কেন না কাঁদিছে প্রাণ,
ক্রীতদাসে মুক্ত কর হ'য়ে দয়াবান্।
দীন হীন জনে তুমি যখন দেখিবে,
তখনি তাহার প্রতি দয়া প্রকাশিবে,
যেমন স্নেহের পাত্র প্রতিবেশিগণ,
ভাই ভগ্নী পুত্র আদি যেমন আপন,
মনুষ্য মাত্রেই হয় তেমন তোমার,
অতএব আত্মপর ভেবো না হে আর।
অভেদে দয়ার চক্ষে হেরিবে সকলে,
দয়ার সমান ধর্ম্ম আছে কি ভূতলে ?

অপহরণ

শুন ওহে শিশুমতি, চুরি করা পাপ অতি,
না বলে, পরের ধন কোরো না গ্রহণ।
যদি কারো দ্রব্য লও, কিন্তু তারে নাহি কও,
তা হ'লে তোমায় চোর ক'বে সর্ব্বজন।

হস্ত আর পদ ধর, যত্ন পরিশ্রম কর,
সু-পথে থাকিয়া কাল করহ হরণ।
চুরি করিবার তরে, নাহি ধর পদ করে,
দেখনি চোরের হয় বিপদ কেমন।

যে জন লাভের তরে, অপরের ধন হরে,
সে নিজে কুঠার মারে আপনার পায়।
চুরি ক'রে পায় যাহা, নিশ্চিত জানিও তাহা,
নিঃশেষিত হয় লজ্জা, দুঃখ, যন্ত্রণায়।

আগে লোকে চুরি করে, এটি ওটি সেটি ক'রে,
ক্রমে ক্রমে, মহাপাপী হ'য়ে উঠে পরে।
সদা কাল হরে ত্রাসে, বদ্ধ থাকে কারাবাসে,
নানামত দুঃখ পেয়ে প্রাণত্যাগ করে।

"যদি না ধরিতে পারে, তা হইলে কে আমারে,
প্রহার করিবে, কিম্বা দিবে কারাগারে"।
দেখিও, কদাচ যেন, ভেবো না ভেবো না হেন,
কিছুতেই অব্যাহতি পাবে না সংসারে।

মনে জেনে কোন পাপ, কোরো না পাইবে তাপ,
গোপনে করিলে, পাপ ছাপা নাহি র'বে।
মানুষে না দেখে যাহা, ঈশ্বর দেখেন তাহা,
পাতকীর অব্যাহতি কিসে বল তবে?

পল্লীবাস

পল্লীবাস কি সুখের জানে যেই জন,
কভু কি নগর বাসে ধায় তার মন?
চারি দিকে প্রকৃতির শোভা মনোহর,
হেরি ভাবে পূর্ণ হয় যাহার অন্তর,
কৃত্রিম নগর শোভা করি দরশন,
কখনো কি তৃপ্তি-লাভ করে তার মন?
গ্রামের বাহিরে কত নেত্র-তৃপ্তি-কর,
বিস্তৃত প্রান্তর হয় নয়ন-গোচর।

মাঝে মাঝে বড় বড় সরোবর আছে,
তা'দের পাহাড় শোভে বড় বড় গাছে।
নির্ম্মল সলিল রাশি করে তর তর,
মীনগণ খেলা করে তাহার ভিতর।
কোথাও নিকুঞ্জ বনে পবন বহিছে,
রাঙা রাঙা পাতা গুলি তাহাতে নড়িছে।
পাখিগণ মাঝে মাঝে করিতেছে গান,
যেন তা'রা পথিকেরে করিছে আহ্বান।
কোথাও রাখালগণ গো-পাল ছাড়িয়া,
বৃক্ষের তলায় সবে র'য়েছে বসিয়া।
কেহ গান করিতেছে কেহ বা নাচিছে,
বিশ্রাম করিছে কেহ কেহ বা খেলিছে।
গ্রাম্য-বাঁশি ল'য়ে কেহ করিতেছে গান,
শুনিয়া মোহিত হয় ভাবুকের প্রাণ।
সন্ধ্যাকালে লোহিতাদি বিবিধ বরণে,
চারি দিকে মেঘমালা শোভিছে গগনে।
খিলান ছাদের মত সুনীল আকাশ,
মিলিয়াছে ভূমিসনে ঘেরি চারি পাশ।
মন্দ মন্দ সমীরণ ভ্রমি উপবন,
করে বন-কুসুমের সুগন্ধ বহন।

গাইয়া সন্ধ্যার গান সুমধুর রবে,
কুলায়ের অভিমুখে ধায় পাখী সবে।
রজনীর আগমনে সুধাংশু প্রকাশে,
হাসয়ে প্রকৃতি-সতী মনের উল্লাসে।
প্রাতঃকালে মন্দ মন্দ অনিলের ভরে,
বৃক্ষ লতা তৃণ আদি দোল দোল করে।
তাহাদের অগ্রভাগে শিশির পড়িয়া,
অরুণ কিরণে তাহা রক্তিম হইয়া,
মুকুতার মত হয় দেখিতে সুন্দর,
তাহা দেখি মহানন্দে ভাসয়ে অন্তর।
আহা! এইরূপ কত শোভা মনোহর,
হে'রে হয় পল্লী-বাসে সুখ নিরন্তর।

দশাপরিবর্ত্তন।

ছিন্নশাখ বৃক্ষে পুনঃ অন্য শাখা হয়,
পত্র-হীন বৃক্ষে পুনঃ পত্র সুশোভয়।
সুদুঃখিত মানবের তাপিত হৃদয়,
সময়ে যন্ত্রণা হ'তে বিনির্ম্মুক্ত হয়।

শীতকালে কমলিনী বিনষ্ট হইয়া,
বরষায় দেখা দেয় সুচারু হাসিয়া।
কালবশে অবস্থার পরিবর্ত্ত হয়,
এ সংসারে সম দশা কারই না রয়।
সৌভাগ্য কখন নহে স্থির এক স্থানে,
ভ্রমিতেছে নিরন্তর এখানে সেখানে।
জোয়ার ভাটার মত আসে চ'লে যায়,
একস্থলে চিরকাল কে দেখিতে পায়।
যতই আনন্দ কেন হউক তোমার,
অবশ্য সময়ে নাশ হইবে তাহার।
যতই অবস্থা মন্দ হউক এখন,
অবশ্য উঠিবে তব সৌভাগ্য-তপন।
চিরকাল একভাবে থাকে না হেমন্ত,
চিরকাল একভাবে থাকে না বসন্ত।
চিরকাল একভাবে থাকে না রজনী,
নিত্য একভাবে নাহি থাকে দিনমণি।
ক্ষণেক প্রবল থাকি প্রচণ্ড পবন,
পুনর্ব্বার শান্ত-ভাব করয়ে ধারণ।
দুরদৃষ্ট-বশে যাহা এখন হারাই,
অদৃষ্ট প্রসন্ন হ'লে পুনঃ তাহা পাই।

উঠিয়া পড়িতে হয় পড়িয়া উঠিতে,
ইহা যেন থাকে সদা সকলের চিতে।

কৃষক ও পণ্ডিতের কথোপকথন

নগর হইতে দূরে চাসী এক জন,
স্বচ্ছন্দে করিত বাস হ'য়ে হৃষ্টমন।
বার্দ্ধক্যে তাহার কেশ হ'য়েছে ধবল,
দেহের বলিত মাংস করে থল থল।
চিন্তিত সে নহে কভু ধনের আশায়,
হ'য়েছে পরম জ্ঞানী বহুদর্শিতায়।
গ্রীষ্মকালে রৌদ্রে কিম্বা শীতকালে শীতে,
কাতর না হয় কভু মেষ চরাইতে।
মনের আনন্দে শ্রম করে অনুক্ষণ,
হিংসা দ্বেষ দুরাকাঙ্ক্ষা জানে না কেমন।
করিতে পরের মন্দ করে না বাসনা,
দেশে তার হ'ল জ্ঞান-যশের ঘোষণা।
জানিতে সে কৃষকের জ্ঞানের কারণ,
আসিয়া পণ্ডিত এক দিল দরশন।

পরস্পর শিষ্টাচার শেষ হ'লে পরে,
বলিল পণ্ডিত তারে অতি মৃদুস্বরে।
"অনুগ্রহ প্রকাশিয়ে বল মহাশয়,
কিরূপে হইল তব জ্ঞানের উদয়।
জেগেছ কি রজনীতে বিদ্যার লাগিয়া,
লভেছ কি জ্ঞানধন বিদেশ ভ্রমিয়া ?
জ্ঞানার্থে কি করে'ছিলে কর্ণাটে গমন,
উজ্জয়িনী গিয়া কি হে লভিলে এ ধন ?
তোমার মানস-পটে মনু মহাকবি,
অঙ্কিত করিয়া গে'ছে জ্ঞানের কি ছবি" ?

বিনয়ে কৃষক বলে "শুন মহাশয়,
আমার বিদ্যার সহ নাহি পরিচয়।
মানবের রীতি নীতি শিখিবার তরে,
কভু আমি ভ্রমি নাই দেশ দেশান্তরে।
নরের চরিত বল বুঝিব কেমনে,
বুঝিতে অক্ষম তাহা বুদ্ধিমান জনে।
আপনিই আপনারে না পারি বুঝিতে,
যতন করিব কেন অপরে জানিতে ?
মানবের রীতি নীতি করি দরশন,
সাধ্য কি করিতে পারি জ্ঞান উপার্জ্জন ?

আমার যে কিছু জ্ঞান পাই'ছ দেখিতে,
পাইয়াছি আমি তাহা প্রকৃতি হইতে।
কুৎসিত প্রবৃত্তি যদি হয় কভু মনে,
মানসের শান্তি দূর হয় সেই ক্ষণে।
তাহাতে মানসে হয় কতই অসুখ,
তাই তারে স্থান দিতে হ'য়েছি বিমুখ।
মধুমক্ষি পরিশ্রম করে নিরন্তর,
তাহা দেখি শ্রম শিক্ষা করে'ছি সুন্দর।
দেখিয়া সঞ্চয়পটু পিপীলিকাগণে,
সঞ্চয় করিতে শিক্ষা করে'ছি যতনে।
কুকুরের কৃতজ্ঞতা দেখিয়াছি যবে,
কৃতজ্ঞ হইতে আমি শিখিয়াছি তবে।
কুকুর বিশ্বাসী অতি করি দরশন,
বিশ্বাসী হইতে আমি হই সযতন।
পক্ষপুটে শাবকেরে করি আচ্ছাদন,
কুক্কুট যতনে শীতে করয়ে পালন।
তাহা দেখি শিখিয়াছি পালিতে সন্তান,
অন্য পাখি হ'তে হ'ল অন্যবিধ জ্ঞান।
প্রকৃতি হইতে আরো কত জ্ঞান পাই,
উপহাস ঘৃণা নিন্দা কভু করি নাই।

যখন কাহারো সনে করি আলাপন,
বাহির না হয় কভু গর্ব্বিত বচন।
অন্যের গর্ব্বিত বাক্য না পারি সহিতে,
তাই তাহা ত্যজিয়াছি যতন সহিতে।
অবিরল কতগুলা যেবা কথা কয়,
দেখি যে অনেক তার অনর্থক হয়।
অনেক কহিতে গেলে পাছে মিছা হয়,
হইয়াছি মিতভাষী তাই মহাশয়।
হরিলে আমার ধন ব্যথা মনে পাই,
তাই অপরের ধন চুরি করি নাই।
চারি দিকে প্রকৃতিরে করি দরশন,
এইরূপ কত জ্ঞান করে'ছি অর্জ্জন।
সামান্য কীটেও যদি করি দরশন,
তা'তেও কোন না কোন করি জ্ঞানার্জ্জন।"
কৃষকের কথা শুনি, পণ্ডিত বলিল,
কৃষক, তোমার বাক্যে জ্ঞান উপজিল।
তুমিই প্রকৃত গুণী ধন্য তব জ্ঞান,
পণ্ডিত নাহিক দেখি তোমার সমান।

মৌমাছি

মধুমক্ষিকার কাছে, শিল্পকর কেবা আছে,
পরাভব মানে নরগণ।
ছাদ হতে সুরু করে, সুকৌশলে তার পরে,
শূন্যে ঘর করে সুগঠন।

শ্রমে দক্ষ অতিশয়, কখন কাতর নয়,
মধু আশে ঘু'রে অবিরত।
প্রকৃতি যতন ক'রে, পুষ্প পাত্রে মধু ভ'রে,
রাখে তাহা লভে ইচ্ছা মত।

মানবেরা সেই মত, হ'লে পরিশ্রমে রত,
কার্য্যদক্ষ সরল হৃদয়।
অবশ্য সুফল পায়, মধুমক্ষিকার প্রায়,
ইষ্টলাভ করে সুনিশ্চয়।

করিলে আলস্য ত্যাগ, ক'রে যত্ন অনুরাগ,
পরাধীন হ'তে হয় কা'রে ?
কিন্তু যে অলস হয়, পরিশ্রমে রত নয়,
চিরদুঃখী হয় সে সংসারে।

ক্ষুদ্র তরঙ্গিণী

অয়ি ক্ষুদ্র তরঙ্গিণি ! তোমার সহিত,
বাল্যকালে খেলিতাম হ'য়ে আনন্দিত।
এই কুঞ্জবন-স্থিত ঝরণা হইতে,
কল কল শব্দে তুমি সতত বহিতে।
এই কুঞ্জে পাখিগণ করিত যে গান,
তাহাতে মোহিত হ'ত বালকের প্রাণ।
তাই আমি ঘন ঘন হেথা আসিতাম,
হরিত নিকুঞ্জ-বন সুখে হেরিতাম।
দক্ষিণ হইতে মন্দ মন্দ সমীরণ,
কুসুম-সৌরভ সদা করিত বহন।
কৃষকের বসন্তের গীত শুনিতাম,
নানাবিধ বরণের ফুল তুলিতাম।
নাচিতাম গাইতাম তোমারি মতন,
অতুল আনন্দ-রসে গ'লে যে'ত মন।
ক্রমে ক্রমে দিন গেলে বয়স বাড়িলে,
সুখ্যাতি-লাভের তরে বাসনা হইলে,
প্রতিদিন তব তীরে আসি বসিতাম,
ছোট ছোট নানাবিধ পদ্য লিখিতাম।

সে সময় সংসারের পদার্থ নিকর,
দেখা'ত আমার নেত্রে কতই সুন্দর !
কত আশা মনো-মধ্যে হইত উদয়,
সে সব বলিতে এবে জনমে বিস্ময়।
কাল-পরিবর্ত্তে তব পরিবর্ত্ত নাই,
তীরস্থিত বটগাছ রহিয়াছে তাই।
বাল্যকালে ভয়ে ভয়ে এসেছি যখন,
পার্শ্বস্থিত বনস্থল করে'ছি ভ্রমণ।
উল্লাসে নাচিয়া তুমি বহিতে যেমন,
তার কিছু পরিবর্ত্ত না হেরি এখন।
এখনো নাচা'য়ে শুভ্র তরঙ্গ নিকর,
বালুকা রাশির সনে খেলিছ সুন্দর।
তখন যে ধ্বনি শুনি জুড়া'ত শ্রবণ,
অবিকল শুনিতেছি তাহাই এখন।
এখনো তেমনি তব সলিল নির্ম্মল,
তপন-কিরণ-যোগে করে ঝল মল।
তেমনি তোমার তীরে ঘন তরু-রাজি,
অবিকৃত রহিয়াছে দেখিতেছি আজি।
বনকুসুমের গন্ধে হইয়া আকুল,
উড়িতেছে মধুলোভে মধুকর-কুল।

এখনো পূর্ব্বের মত বিহঙ্গমগণ,
সুস্বরে করিয়া গান মুগ্ধ করে মন।
কালবশে পরিবর্ত্ত নাহিক তোমার,
কিন্তু কত পরিবর্ত্ত হ'য়েছে আমার।
এবে হৃষ্ট-চিত নই পূর্ব্বের মতন,
অপূর্ব্ব গম্ভীর ভাব করে'ছি ধারণ।
বাল্যকালে এ সংসার ছিল দীপ্তিময়,
হইয়াছে অন্ধকারপূর্ণ এ সময়।
কেবল দেখিতে পাই প্রকৃতির শোভা,
সর্ব্ব স্থানে সর্ব্ব কালে অতি মনোলোভা।
কালের গতিতে তা'র পরিবর্ত্ত নাই,
পূর্ব্ব কালে যাহা ছিল, রহিয়াছে তাই।
বিগত হইলে পর আরো কিছুদিন,
শরীর মলিন মম হ'বে শক্তিহীন।
বাঁচি যদি পুনর্ব্বার এখানে আসিব,
মনোহর শোভা পুনঃ নয়নে হেরিব।
অবশেষে কাটাইয়া ভব-মায়া-জাল,
হয় ত তোমার তীরে র'ব চিরকাল।
কত মাস কত দিন, কতই বৎসর,
কতই শতাব্দ ক্রমে যাইবে সত্বর।

আমার মতন আরো কত শত জন,
আসিয়া তোমার শোভা করিবে দর্শন।
কালবশে তাহারাও ধূলিসাত হবে,
তুমি কিন্তু এইরূপ অবিকৃত র'বে।
এমনি উল্লাসে তুমি চিরকাল র'বে,
উপহাস করি সদা নশ্বর মানবে।

সুখ

তোমারে লভিতে করে সকলে প্রয়াস,
বল না বল না সুখ, কোথা তব বাস ?
আড়ম্বরে থাকে যথা পৃথিবীর পতি,
সেই হর্ম্ম্য মধ্যে কি হে তোমার বসতি,
হীনবেশে দীনগণ থাকে যেই স্থানে,
তোমারে দেখিতে কি হে পা'ব সেইখানে ?
পর্ণের কুটীর করি তাপস নিচয়,
বিজনে বসিয়া যথা তপে মগ্ন রয়।
সেই স্থানে হয় কি হে তোমার গমন,
কোন স্থানে গেলে পা'ব তব দরশন।

লভিতে তোমায় সবে করে আকিঞ্চন,
তোমায় দেখিতে কিন্তু পায় কোন্ জন।
এই আছ, এই নাই, থাকিয়া থাকিয়া,
বিদ্যুতের মত তুমি বেড়াও ছুটিয়া।
একবার এক দিকে ফিরা'লে নয়ন,
তোমার উজ্জ্বল জ্যোতি করি দরশন।
পলক ফেলিয়া যেই নয়ন ফিরাই,
সে জ্যোতি পুনশ্চ তথা দেখিতে না পাই।
সংসারে অনেক পথ পাই ত দেখিতে,
ছুটোছুটি করি সদা তোমায় ধরিতে।
এক পথে ছুটে যাই না পে'য়ে তোমায়,
অন্য পথে ছুটোছুটি করি মাত্র হায়!
এইরূপ কত পথ ভ্রমি অনিবার,
ক্লান্ত হই তবু দেখা না পাই তোমার।
শেষে স্থির করিয়াছি ছাড়িয়া নিশ্বাস,
এই মর্ত্তলোকে তুমি কর না হে বাস।

সন্তোষ

কৃষক, পদ বা প্রভুত্ব আশায়,
ফিরো না ভুলো না সংসার মায়ায়।
লতার নিকুঞ্জ হরিত বরণে,
শোভিত ক'রেছে তোমার প্রাঙ্গণে।
তোমার রোপিত বৃক্ষ অগণন,
প্রকৃতির শোভা করে সম্পাদন।
শস্য-ক্ষেত্র তব শোভন যেমন,
উজ্জ্বল প্রাসাদ কভু কি তেমন?
এ সব ছাড়িয়া আর কিবা চাই?
আমি যাহা বলি, কর দেখি তাই!
যেন দুশ্চিন্তায় সময় না হর,
আপন কুটীরে সুখ-ভোগ কর।
কৃষি পাশুপাল্য ছেড়ো নাকো ভাই!
পদ বা প্রভুত্বে শান্তি পাবে নাই।
তোমার দশায় তুমি সুখী অতি,
তোমার সমান নহে লক্ষপতি।
পদ প্রভুত্বাদি দেখিতেছ যাহা,
তিলেকের সুখ নাহি দেয় তাহা।

নগরের দৃশ্য চিত্ত-আকর্ষক,
ভিতরে জেনো তা কেবল চটক!
তথা আছে সুখ, ভাবিও না মিছে,
কলহ কুচিন্তা পীড়া বিরাজিছে।
সে সুখের আশা ক'রে কাজ নাই,
আমি যাহা বলি, কর দেখি তাই।
যেন দুশ্চিন্তায় সময় না হর,
আপন কুটীরে সুখভোগ কর।
কৃষি পাশুপাল্য ছেড়ো নাকো ভাই,
পদ বা প্রভুত্বে শান্তি পাবে নাই।

সমুদ্র

গাঢ় নীল রত্নাকর এখন কেমন,
গভীর প্রশান্তভাব ক'রেছে ধারণ!
প্রাতঃকালে তপনের রক্তিম কিরণে,
ঝলমল করিতেছে সুন্দর বরণে।
বিশদ জলদ-মালা ইহার উপর,
ধরিয়াছে চন্দ্রাতপ অতি মনোহর।

নিঃশব্দে চলে’ছে ক্ষুদ্র তরঙ্গ-নিকর,
পবন করি’ছে খেলা তাহার উপর।
আবার রজনী-যোগে যবে চরাচরে,
সকল নিস্তব্ধ হয় আরামের তরে।
নির্ম্মল আকাশ হ’তে যবে নিশাকর,
ছড়ায় জগৎ-মাঝে সুবিমল কর।
সাগরের শান্ত বক্ষে তারা অগণন,
প্রতিবিম্ব-পাতে হয় শোভিত তখন।
উকি ঝুকি মারে গিয়া সাগর অন্তরে,
বসনে চুমকি প্রায় ঝিকি মিকি করে।
কিন্তু যবে সমীরণ হ’য়ে বেগবান,
সাগর-সলিল-রাশি করে কম্পমান।
সুনীল জলদজাল উঠি চারি ধারে,
গগনেরে আচ্ছাদন করে অন্ধকারে।
তখন গর্ব্বিত ভাব ধরিয়া সাগর,
রোষিত সিংহের মত কাঁপায় কেশর।
সমুদ্র উভয় কূল হইতে তখন,
বজ্রপাত-শব্দ সম করয়ে গর্জ্জন।
অচল সদৃশ দেহ করিয়া ধারণ,
উত্তাল তরঙ্গচয় করয়ে গমন।

কত যে অর্ণবযানে প্রচণ্ড পবন,
বিশাল সাগর-গর্ভে করে নিমগন।
মাঝে মাঝে নাবিকেরা আর্ত্তনাদ করে,
অর্দ্ধ-বিনির্গত-শ্বাসে ডুবি'ছে সাগরে।
তখন সে উগ্রভাব করি দরশন,
ভীত নাহি হয় কোন মানবের মন ?
দেখিতে দেখিতে পুনঃ শান্ত ভাব ধরে,
মনোহর বীচি-মালা তর তর করে।
ধীরে ধীরে সেই ক্ষণে বহে সমীরণ,
কোথায় সে উগ্রভাব করিল গমন।
সাগর ভীষণ ভাব করিয়া বর্জন,
সুন্দর প্রশান্ত মূর্ত্তি করিল ধারণ।
হেন ভীষণতা আর শান্তি চমৎকার,
যাঁহার আজ্ঞায় হয়, তাঁ'রে নমস্কার।

কৃপণ

লভিতে অমূল্য ধন খনির ভিতরে,
ঘোর অন্ধকারে যা'রা পরিশ্রম করে।
তা'দের অদৃষ্ট বটে মন্দ অতিশয়,
কিন্তু কৃপণের চেয়ে কখনো ত নয়।
কৃপণ আপন ধন রক্ষিবার তরে,
তাহাদের শতগুণ পরিশ্রম করে।
হর্ষ-বিকসিত-নেত্রে মুদ্রাগুলি গণে,
শিহরে যদ্যপি কেহ যায় সেই ক্ষণে।
টাকার উপরে টাকা ঢালে রাশি রাশি,
চিন্তাযুক্ত কপোলেতে দেখা যায় হাসি।
শয্যা পাতি প্রাণসম সিন্দুকের পাশে,
শয়ন করিতে যায় আরামের আশে।
সহসা স্বপন দেখি জাগরিত হয়,
মনে করে বুঝি চোরে চুরি ক'রে লয়।
তাড়াতাড়ি উঠে' দেখে দ্বার রুদ্ধ আছে,
ত্বরা করি ছুটে' যায় সিন্দুকের কাছে।
দেখিল সিন্দুক তা'র আছে নিরাপদ,
ঘুমা'তে না পারে তবু চিন্তিয়া বিপদ।

জনক-জননী-হীন বালক যখন,
দাঁড়াইয়া তা'র কাছে করয়ে রোদন।
সে সময় কৃপণের পাষাণ হৃদয়,
তাহার নয়ন-জলে আর্দ্র নাহি হয়।
বিধবা রমণী যদি হাহাকার করে,
দেখিয়া না হয় দয়া তাহার অন্তরে।
নিরাশ্রয় দীন যদি মরে অনাহারে,
তথাপি সে এক কড়া দিবে না তাহারে
প্রাণসম অর্থরাশি রাখিয়া যতনে,
নিরন্তর বদ্ধ থাকে আপন ভবনে।
যখন শমন আসি বিস্তারি বদন,
গ্রাস করে কৃপণেরে হায় রে! তখন,
তা'র শোকে নেত্রজল বিসর্জ্জন করে,
কা'রেও না দেখি হেন সংসার ভিতরে।
তখন সে ধনরাশি থাকে বা কোথায়,
এক কপর্দকো তা'র সঙ্গে নাহি যায়।
যা'র তরে কষ্ট ক'রে কাল কাটাইল,
তাহাও সময়ক্রমে অন্যের হইল।

অহঙ্কার

উচ্চ বংশে জন্ম ব'লে কেন গর্ব্ব কর ?
ধন আছে ব'লে কেন অহঙ্কারে মর ?
বংশ, পদ, মান, ধন, সকলি অসার,
মিছে সেই সকলের কর অহঙ্কার।
ধরিয়া ভীষণ মূর্ত্তি শমন যখন,
প্রসারিবে দুই কর সংহার কারণ।
ধন, মান, পদ আদি থাকিবে কোথায় ?
তাহারা কি বাঁচাইতে পারিবে তোমায় ?
তা'দের তরেই হও মহা যত্নবান,
জান না কি সে সকল ছায়ার সমান ?
শমনের আলিঙ্গন বড়ই ভীষণ,
তা হ'তে নিস্তার কি হে পায় কোন জন ?
তপনের তাপে যা'রা পরিশ্রম করে,
লালায়িত সদা যা'রা উদরের তরে।
তা'দিগে যে মূর্ত্তি ধ'রে সংহারে শমন,
সেই মূর্ত্তি ধ'রে হরে অন্যেরো জীবন।
এ জগতে তা'র কাছে সমান সবাই,
ছোট বড় ব'লে কা'রো বিভিন্নতা নাই।

সসাগরা ধরা জয় করি বাহুবলে,
যশের পতাকা যেই তুলে ভূমণ্ডলে।
বীরত্বে উপমা যা'র নাহিক ধরায়,
মণির মুকুট শোভে যাহার মাথায়।
যা'র পদ শত শত নৃপতি পূজিত,
তাহাকেও হ'তে হয় কাল-কবলিত।
পরাক্রমে পৃথিবী যে করিয়াছে জয়,
মৃত্যুর নিকটে সেও পরাজিত হয়।
নয়ন মুদিলে ভবে কেবা বল কা'র ?
তবে আর মিছে কেন কর অহঙ্কার ?
প্রভুত্ব, বীরত্ব কিম্বা পদ, মান, ধন,
সে সকল সঙ্গে ল'য়ে যায় কোন জন ?
সতত ধর্ম্মের পথে করিয়া গমন,
যাহারা সুকৃত ধন করে উপার্জ্জন।
চিরস্থায়ী তাহাদের হয় সেই ধন,
ধ্বংস নাহি হয় তা'র হ'লেও নিধন।